জিএসটি চালুর পর রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে মত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টারই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি চালু করে সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। মঙ্গলবার ক্যালকাটা চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পর্ষদের চেয়ারম্যান বিবেক দেবরায়। তাঁর কথায়, জিএসটির একটাই হার হওয়া উচিত। তাতেই রাজস্বের ভারসাম্য বজায় থাকা সম্ভব। তবে এর পাশাপাশি এই অর্থনীতিবিদের বক্তব্য, জিএসটি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে কর কাঠামো অনেকটাই সরল হয়েছে। অর্থাৎ প্রাক জিএসটি পরিস্থিতিতে করকাঠামোর যে জটিলতা ছিল, তা কেটেছে অনেকটাই, দাবি বিবেক দেবরায়ের।

এদিন বণিকসভার অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বলেন, জিএসটির মতো অভিন্ন কর ব্যবস্থায় একটি মাত্র করের হার থাকাই কাম্য। কিন্তু তা হয়নি। যে সময় জিএসটি চালু হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য ছিল করের হার অন্তত ১৭ শতাংশ হওয়া উচিত। কিন্তু হিসেব করলে দেখা যাবে, বর্তমানে সেই হার ১১.৪ শতাংশ। অর্থাৎ বর্তমানে বিভিন্ন হারে ২৮ শতাংশ পর্যন্ত জিএসটির যে হারগুলি চালু আছে, একযোগে সেগুলির হিসেব করলে দেখা যাবে, জিএসটির গড় হার ১১.৪ শতাংশ। এর মাধ্যমেই বিবেক দেবরায় বোঝাতে চেয়েছেন, সরকারের রাজস্ব বাবদ যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু তাঁর এই চিন্তাভাবনার বাস্তব প্রয়োগ যে একেবারেই অসম্ভব, তাও বুঝিয়েছেন তিনি। বর্তমানে জিএসটির সর্বোচ্চ আর ২৮ শতাংশ। অন্যদিকে, ন্যূনতম হার ৩ শতাংশ। বিবেক দেবরায়ের কথায়, শুধু সাধারণ মানুষ নয়, জিএসটি কাউন্সিলের সদস্যরাও চান, করের বোঝা কমাতে জিএসটির সর্বোচ্চ হার ২৮ শতাংশ থেকে নামিয়ে আনা হোক। কিন্তু কেউ চান না সর্বনিম্ন হার শূন্য বা ৩ শতাংশ থেকে বাড়ানো হোক। এর ফলে কোনওদিনই জিএসটির একটিমাত্র হার হওয়া সম্ভব নয়, দাবি করেছেন এই অর্থনীতিবিদ।

এদিকে জিএসটিকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে। সেই তথ্য জানাচ্ছে সরকার নিজেই। এই কর ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এতদিন কেটে গেলেও, তাতে লাগাম পরাতে পারেনি কেন্দ্র। বরং তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সরাসরি সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে এদিন বিবেক দেবরায় বলেন, জিএসটি আইনের সাহায্য নিয়ে নানারকম হয়রানির জায়গা তৈরি হয়েছে। তবে সেগুলি কী, এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলেননি তিনি।

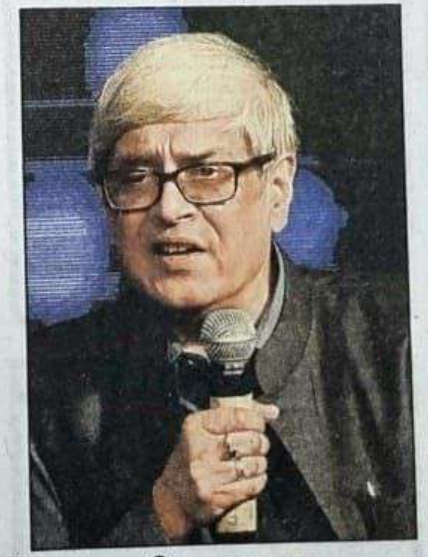

বিবেক দেবরায়